পরম রতন, জগত জীবন,
তাঁহে দিনু কত কষ্ট।।
ইহা ভাবি মনে, পাপ প্রক্ষালনে,
প্রভুর সঙ্গেতে ফিরে।
প্রতি অবতারে, প্রেমের পাথারে,
ডুবে প্রেম পারাবারে।।
যবে অবতীর্ণ, প্রভু হরিচন্দ্র,
আসিবেন ধরাধামে।
ভৃগুমুনি আগে, সেই সে সুযোগে,
জন্মিল লোচন নামে।।
অবতীর্ণ হরি, সফলা নগরী,
নড়াইলে শ্রীলোচন।
মুনি অগ্রে আসি, ঘুরে দিবানিশি,
কোথায় জীবন ধন?
বিশ্বনাথ যবে, কলেরা আহবে,
হরি কৃপাগুণে বাঁচে।
গোস্বামী লোচন, ভ্রমণ কারণ,
উপস্থিত ছিল কাছে।।
অভূত অপূর্ব্ব, শুনিলেন শব্দ,
উত্তলে সাগর প্রায়।
ভাবিছে লোচন, কিসের কারণ,
জয় জয় শব্দ হয়।।
এ শব্দ মাঝারে, প্রেমামৃত ঝরে,
প্রেমময় গুণগান।
নরের ব্যাখ্যায়, এ শব্দ না হয়,
এল বুঝি ভগবান।।
কত কাল ধরি, দেশে দেশে ঘুরি,
সাজিয়া দীনের দীন।
যে পদ আমার, করে পাপাচার,
তাহারে করিনু হীন।।
প্রায়শ্চিত্ত লাগি, সাজিয়ে বিরাগী,
কুষ্ঠব্যাধি রাখি অঙ্গে।
অনুতাপী দেখি, ভাবিয়া পাতকী,
করিবে দয়া ত্রিভঙ্গে।।
হায়! হায়! হায়! দিন কেটে যায়
নরায়ুর আছে সীমা।
না পাইনু তাঁরে, এ ভব বাজারে,
হ'ল না কিছুই জমা।।
লয়ে বিশ্বনাথে, গোচারণ পথে,
হরিচাঁদ আগুয়ান।
লোচন দেখিল, অমল কমল,
কমলা-জননী প্রাণ।।
চিত্তে প্রেমানন্দ, যথা মহানন্দ,
কমলিনী দেখি কান্তে।
উভে উভে দেখে, চিনিল পলকে,
কুসুমকলি বসন্তে।।
দেখিয়া বিভোল, মনেতে পাগল,
হরিচাঁদে ডাকি কয়।
"ও হরি! ও হরি! ব্যস্ত কেন ভারি
দিন কি বহিয়া যায়?
তুমি তো বালক, মনেতে পুলক,
ভূলোক করেছ জয়।
মোর মত কুষ্ঠী, কভু দেখে'ছ কি,
মোর মত দুরাশয়?"
কথা শুনি হরি মৃদু হাস্য ক'রি
বালক স্বভাবে কয়।
"ওগো বুড়া মুনি! তোমাকে কি চিনি?
আমি চিনি তব পায়।।"
তুমি গুরুজন, তোমার চরণ,
আমার লাগে যে ভাল।।
তোমার চরণে, জনমে জনমে,
জ্বলেছে প্রেমের আলো।।
লোচন শুনিয়া, মোহিত হইয়া,
আনন্দে মাতিয়া কয়।